সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ১২৪

৪. কিতাবুল ঈলম (كتاب العلم)

পরিচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি আমলের মাধ্যমে কুরআন অনুসরণীয় বানাবে, কুরআন তাকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করবে আর যে ব্যক্তি আমল না করে কুরআনকে পেছনে রেখে দিবে, তবে কুরআন তাকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করবে

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ بِالْعَمَلِ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بِتَرْكِ الْعَمَلِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ

আরবী

ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "القرآن مشفع وماحل مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ومن جعله خلف ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ"

الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرنؤوط | المصدر : صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 124 | خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد

বাংলা

১২৪. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন কুরআনের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে, কুরআন তার পাঠকের পক্ষে কথা বলবে এবং তার কথা সত্যায়ন করা হবে। যে ব্যক্তি কুরআনকে অনুকরণীয় বানায়, কুরআন তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবে আর যে ব্যক্তি কুরআনকে পেছনে রেখে দিবে কুরআন তাকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করবে।”[1]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ لَفْظُهُ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَجْعُولٌ مَرْبُوبٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّ لَفْظَهُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا إِنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تُطْلِقُ اسْمَ الشَّيْءِ عَلَى سَبَبِهِ كَمَا تُطْلِقُ اسْمَ السَّبَبِ عَلَى الشَّيْءِ فَلَمَّا كَانَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ قَادَ صَاحِبَهُ إِلَى الْجَنَّةِ أُطْلِقَ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ

الْقُرْآنُ لا أن القرآن يكون مخلوقا.

আবু হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এই হাদীসের শব্দ ইলমে হাদীসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অনেক সময় সংশয়ে ফেলে দেয় যে, কুরআনকে বানানো হয়েছে, কুরআন মাখলূক বা সৃষ্ট! অথচ বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু এর শব্দ যেমনটা আমরা আমাদের কিতাবে বলে থাকি: আরবরা তাদের ভাষায় কোন জিনিসের নামকে তার উপকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন যেমনিভাবে কোন উপকরণের নামকে খোদ ঐ জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। সুতরাং যেহেতু কুরআন অনুযায়ী আমল ব্যক্তিকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে, সেজন্য ঐ জিনিসের নাম অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী আমলকে উপকরণ তথা কুরআনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে; এর উদ্দেশ্য মোটেও এটা নয় যে, কুরআন মাখলূক বা সৃষ্ট।”

ফুটনোট

[1] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক: ৬০১০; শু‘আবুল ঈমান: ১৮৫৫; আল মু‘জামুল কাবীর: ৮৬৫৫; মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বাহ: ৩০০৫৪। হাদীসটির সানাদকে আল্লামা শুআইব আল আরনাঊত রাহিমাহুল্লাহ যায়্যিদ বা ভাল বলেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দিন রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহা: ২০১৯)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)
Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88215

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন